আজকাল সুস্থ

February, 2010

কাটা দাগ থাকেই না!

ডাঃ অরিন্দম সরকার

অভিভাবকদের চরম হতাশার মুখে ঠেলে দিয়ে প্রত্যেক বছর ভারতে গড়ে মোট ৩৫ হাজার শিশু ঠোঁটের ফাটল (Cleft lip) ও তালুর ফাটল (Cleft palate) নিয়ে জন্মায়। গত সংখ্যায় এ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। আলোচনা হয়েছিল রোগের কারণ, প্রকার, বংশগত প্রভাব, ঝুঁকি, কাদের বেশি হয় এ-সব নিয়ে। ঠোঁটের ফাটলের চিকিৎসায় প্লাস্টিক সার্জারি কীভাবে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়েও জানানো হয়েছিল। আজকের আলোচনা তালুর ফাটল নিয়ে।

তালুর ফাটল

তালুর ফাটলে মুখের ছাদের পেছনের দিকে একটি সামান্য ছোট ফুটো থেকে শুরু করে একটি বিশাল বড় আকারের গর্ত হতে পারে। এই ফাটল মুখের সামনের দিক থেকে একেবারে পেছন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ঠোঁটের ফাটলের মতো তালুর ফাটলও সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, দু'ধরনের হয়। এ ছাড়া এ সমস্যা মুখের ওপরের অংশের এক বা উভয় দিকে হতে পারে।

উপসর্গ: তালুতে ফাটল থাকলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার সময় সে দুধ নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। শিশুটির কথা স্পষ্ট না হয়ে, নাকি সুরের হয়ে যায়।

জটিলতা: তালুর ফাটলের সমস্যা থাকলে খাবার সময়ে বাচ্চারা দুধের সঙ্গে হাওয়া খেয়ে ফেলে। তাই অল্প খাবারে পেট ভরে যায়। সঠিক খাদ্য না পেয়ে শেষ পর্যন্ত শিশুটি অপুষ্টিতে ভোগে। ফাটলের সমস্যা উপেক্ষিত থেকে গেলে শিশুটির ক্ষেত্রে কথা বলায়, শোনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও শিশুটির শ্বাসনালির ওপরের অংশের সংক্রমণ ও দাঁতের সমস্যা এবং অবসাদ ও আত্মমর্যাদাবোধের অভাব দেখা দিতে পারে।

যা করা উচিত: তালুর ফাটলের সমস্যায় শিশুর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শিশুকে শুইয়ে না খাইয়ে বসিয়ে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে লম্বা চামচ বা ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো ভাল। দুধ যাতে জিভের পেছন দিকে পৌঁছয় সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। খাওয়ার পরে পিঠে চাপড় দিয়ে ঢেকুর তোলালে কিছুটা সুরাহা হয়।

চিকিৎসা: তালুর ফাটলের স্থায়ী সমাধানের জন্য অস্ত্রোপচার জরুরি। ঠোঁটের ফাটলের অস্ত্রোপচারের তুলনায় তালুর ফাটলের অস্ত্রোপচার অপেক্ষাকৃত জটিল। সে কারণেই কোনও শিশুর ঠোঁট ও তালু, দু'ধরনের ফাটলের সমস্যা থাকলে তালুর ফাটলের অস্ত্রোপচার পরে করা হয়। অস্ত্রোপচার করার আগে তিনটি জরুরি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। প্রথমত, শিশুটির বয়স অন্তত ১০ মাস হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিশুটির ওজন অন্তত ১০ কেজি হতে হবে এবং তৃতীয়ত, শিশুটির রক্তে হিমোগ্লোবিন মাত্রা অন্তত ১০ মিলিগ্রাম থাকতে হবে।

অস্ত্রোপচারের আগে শিশুটির তালুতে প্লেট লাগানো হয়। এর দুটি উদ্দেশ্য। এক, খাবার নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না। দুই, দু'পাশের মাড়ি যথাস্থানে থাকতে পারবে। ফাটল ধরা তালুর দু'ধারের পেশি ও তালু কেটে নিয়ে তালুর কেন্দ্রীয় অংশে জুড়ে দেওয়া হয়। জোড়া দেওয়ার সময় খেয়াল করে কিছুটা দৈর্ঘ্য ছেড়ে রাখা হয়, যাতে শিশুটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে খাওয়াদাওয়া ও কথা বলতে পারে। সে কারণেই তালুর ফাটলের অস্ত্রোপচার শিশু কথা বলতে শেখার আগে করে নেওয়া ভাল। তাতে কথা বলার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সমস্যার সৃষ্টি হয় না। অস্ত্রোপচার হয়ে গেলে কিছুদিন পরে স্পিচ থেরাপিস্টের সাহায্য নিয়ে শিশুটিকে কথা বলবার পদ্ধতি শেখানো যেতে পারে।

শেষ কথা: গ্রামীণ ভারতে করা একটা সমীক্ষায় জানা গেছে ▌৩০% অভিভাবক জানেন না যে, চিকিৎসা করে ঠোঁট ও তালুর ফাটল সরিয়ে তোলা সম্ভব ▌২০% অভিভাবক এ সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারে সন্তুষ্ট নন ▌৫% অভিভাবক ছোট শিশুর ওপরে অস্ত্রোপচার করাতে ভয় পান। বলা বাহুল্য, সমীক্ষায় প্রাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তথ্য দুটি একেবারেই অমূলক। একজন প্লাস্টিক সার্জেন এই ধরনের অস্ত্রোপচারে দক্ষ। সুতরাং কোনও প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে অপারেশন করালে অসন্তুষ্টির কিছু থাকবে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাটা দাগ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে। বোঝাই যাবে না যে, শিশুটির কোনও সময় কোনও সমস্যা ছিল। এটি খুব সহজ অস্ত্রোপচার। তাই একেবারেই ভয় পাওয়া উচিত নয়। এক থেকে দেড়ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচারটি হয়ে যায় এবং শিশুর কোনও সমস্যা হয় না।

(চলবে)

সহায়তা: **কৌশিক রায়**

ডাঃ অরিন্দম সরকার এম এস, এম সি এইচ (প্লাস্টিক সার্জারি)। প্রখ্যাত **কনসালট্যান্ট কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন**। কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতাল ও আই পি জি এম ই অ্যান্ড আর-এ প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এ ছাড়া তিনি ভিজিটিং প্লাস্টিক সার্জেন হিসেবে এ এম আর আই, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ডাঃ সরকার দেশের নানা প্রান্তের আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গবেষণাধর্মী লেখা লিখে থাকেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক ডাঃ সরকার একজন জাতীয় মেধা বৃত্তি প্রাপক। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্লাস্টিক সার্জেনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ। তাঁকে একান্তে পাবেন **কসমেটিক অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি সেন্টার**, ৩৭বি, ল্যান্সডাউন টেরাস, কলকাতা-৭০০ ০২৬ (দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লসের পেছনে) ঠিকানায়। যোগাযোগ: ৯৮৩০৬-৪৫৭০৫। জরুরি ক্ষেত্রে ফোন: ৯৮৩১১-৮৭৫৫৭। ই-মেল: doctor.asarkar@gmail.com। তাঁর চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে। লগ অন করুন: www.arindamsarkar.in